

Date:	Mon, 31 Jan 2005 19:21:48 -0500 (EST)
From:	"Riton _"
Subject:	article on kibria /
To:	"Avijit Roy"

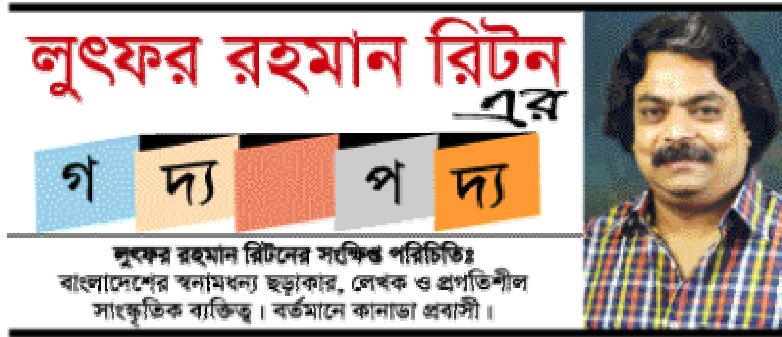
Dear avijit
hope you are doing fine.
here is my article for your MUKTO-MONA.
Keep in touch.

take care.

best wishes
riton

কিবরিয়া হত্যাকাণ্ড : ত্রিরত্নের একি কাণ্ড !

লুৎফর রহমান রিটন



এক

ডেইলি স্টার সম্পাদক প্রখ্যাত সাংবাদিক মাহফুজ আনাম আওয়ামী লীগের একজন কঠোর সমালোচক। আওয়ামী লীগকে তিনি কখনোই এতটুকু ছাড় দেন না। ২৭ জানুয়ারি গ্রেনেড হামলায় আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সাবেক অর্থমন্ত্রী মাহ এ এম এস কিবরিয়ার হত্যাকাণ্ডের পর ২৯ জানুয়ারি ডেইলি স্টারের প্রথম পাতায় মাহফুজ আনাম একটি মন্তব্য প্রতিবেদন লিখেছেন। শিরোনাম- “ওয়ান বাই ওয়ান অপজিশন লিডারস্ আর বিইং কিল্ড”।

এই মন্তব্য প্রতিবেদনে মিঃ কিবরিয়ার মেধা ও যোগ্যতাকে তিনি গ্লোরিফাই করেছেন তার চিরাচরিত চমৎকার শব্দ ও বাক্য বিন্যাসে। ২০০১ সালে বিএনপির নেতৃত্বে চারদলীয় জোট সরকার রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী-সমর্থকদের হত্যা-নির্যাতন এবং জেল জুলুমের উৎসবে মেতে উঠে। আওয়ামী লীগের নেতা এবং তাদের সমর্থক লেখক সাংবাদিক বুদ্ধিজীবীরা “বিরোধী দল আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের হত্যা করে দলটিকে মেধা ও নেতৃত্বশূন্য করা হচ্ছে” বলে যে অভিযোগ এতোদিন ধরে করে আসছেন, বিলম্বে হলেও দেশের ক্রান্তিকালে চরম দুঃসময়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সাংবাদিক মাহফুজ আনামও আওয়ামী লীগের অভিযোগটিকেই অবশেষে কবুল করলেন। মাহফুজ আনাম বলছেন-

“One by one Awami League leaders are falling victims to terrorist attacks. Some are being killed in grenade attacks and others like Ahsanullah Master of Gazipur in brushfire by armed hooligans in broad day light in front of hundreds of people. What sort of a democracy are we living in where opposition leaders get killed, their rallies are systematically attacked, their activists constantly brutalised by police and ruling party thugs, and where those who kill opposition leaders and activists are never caught, leave alone punished.”

দুই

রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনে সকাল শুরু হতো শাহ এ এম এস কিবরিয়ার। বাংলাদেশের রাজনীতিতে সকল অর্থেই ব্যতিক্রমী পুরুষ ছিলেন তিনি। অসম্ভব মেধাবী, স্ফলার, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সুপরিচিত এবং শ্রদ্ধেয় রুচি স্নিগ্ধ, সংস্কৃতিবান ব্যক্তিত্ব হিসেবে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। বক্তৃতার মঞ্চে অহেতুক উচ্চকণ্ঠ না হয়ে বরং মার্জিত ও বিনয়ী ভঙ্গিতে প্রাধান্য দিতেন যুক্তিকে। লেখার ক্ষেত্রে ছিলেন একই রকম বিনয়ী ও মার্জিত, কিন্তু তথ্য ও যুক্তিনির্ভর। গডফাদার ছিলেন না। সন্ত্রাসের রাজনীতি কিংবা সন্ত্রাসী লালনের রাজনীতিও করতেন না। বিভূ বৈভব অর্জনের লক্ষ্যেও রাজনীতিতে আসেননি তিনি। তাঁর সন্তানদের কেউই বর্তমান অর্থমন্ত্রীর পুত্রের মতো সম্পদগ্রাসী হিসেবে পরিচিত নয়। তাঁর স্ত্রী আসমা কিবরিয়া বাংলাদেশের একজন খ্যাতিমান অঙ্কন শিল্পী। পুত্র-কন্যারাও পিতাকে অনুসরণ করে আন্তর্জাতিক শিক্ষাঙ্গনে আপন মেধায় দীপ্যমান। অর্থাৎ পুরো পরিবারটিই আলোর পথের যাত্রী। একগুচ্ছ আলোকিত মানুষকে ঘিরে তিনি রচনা করেছিলেন একটি আলোকিত পরিবার। ধীমান, প্রাজ্ঞ শাহ এ এম এস কিবরিয়া তাঁর চিন্তায় চেতনায় মননে ও মেধায় লালন করতেন আলোকিত রাজনীতির স্বপ্ন। সন্ত্রাস নির্ভর শিক্ষিত রুচিবান মুক্ত বুদ্ধি সম্পন্ন মেধাবী দেশপ্রেমিককে সহ্য করতে পারে না। আর তাই গ্রেনেড হামলা করে চিরতরে স্তব্ধ করে দেয়া হলো তাঁকে। দেশকে আইয়ামে জাহেলিয়াতের অন্ধকারে নিষ্ক্ষেপ করতে হলে কিবরিয়ার মতো আলোকিত মানুষদেরইতো হত্যা করতে হবে। নইলে আলোকবর্তিকা হাতে কিবরিয়ার মতো মানুষেরা ধর্মান্ত মৌলবাদের গাঢ় অন্ধকারে নিমজ্জিত দেশ এবং জাতিকে মুক্তির পথ নির্দেশ করবেন। শোনাবেন মুক্তির গান।

তিন

১৪ এপ্রিল ২০০১ সালে বাংলা নববর্ষ (০১ বৈশাখ ১৪০৭) উদযাপন উপলক্ষে পহেলা বৈশাখ বিকেলে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাসভবন গণভবনে আয়োজন করা হয়েছিল বর্ণাঢ্য এক অনুষ্ঠানের। রাজনীতিবিদ, শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী মহলের বিশিষ্ট নাগরিকদের পাশাপাশি অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ছিলেন বৈদেশিক দূতাবাসসমূহের রাষ্ট্রদূত ও কূটনীতিকেরা। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনার দায়িত্ব ছিল আসাদুজ্জামান নূর এবং আমার ওপর। ঐদিন সকালে রমনার বটমূলে ছায়ানটের ঐতিহ্যবাহী নববর্ষ বরণ অনুষ্ঠানে বোমা হামলা হয়। ঘটনাস্থলের রক্তাক্ত ছিন্নভিন্ন মাববদেহের ছবি টিভি পর্দায় সরাসরি সম্প্রচারিত হলে সারাদেশের মানুষ শোকস্তব্ধ হয়ে পড়ে। বাংলাদেশের সবচেয়ে বর্ণাঢ্য এবং অসাম্প্রদায়িক অরাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সমাবেশে এরকম হামলা এবং বহু মানুষের প্রাণহানি এবং আহত হবার কারণে বিকেলের গণভবনের বর্ষবরণের আনন্দানুষ্ঠানটি একটি শোক সমাবেশে পরিণত হয়। এদিকে আমন্ত্রিত দেশী-বিদেশী অতিথিরা সবাই এসে পড়েছেন। কিন্তু আসাদুজ্জামান নূর তখনো এসে পৌঁছাননি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাকে অনুষ্ঠান শুরু করতে বললেন। সুসজ্জিত একটি মঞ্চ ছিল। প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তে মঞ্চে কোনো চেয়ার রাখা হলো না। তিনি বললেন, তিনি দাঁড়িয়েই থাকবেন মঞ্চে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে আমি বর্ষবরণের আনন্দানুষ্ঠানটি বাতিলের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে উপস্থিত সুধীবৃন্দকে নিহতদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নিরবতা পালনের অনুরোধ জানালাম। অভ্যাগতদের মধ্যে ছায়ানটের প্রধান সানজিদা খাতুনও ছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে আমি তাঁকে অনুরোধ জানালাম মঞ্চে এসে কিছু বলতে। আজকের অনুষ্ঠানে তিনিই একমাত্র বক্তা। আর কেউ বক্তৃতা করবেন না, শুধু প্রধানমন্ত্রী কিছু কথা বলবেন। সানজিদা আপা পুরো ঘটনার মর্মস্পর্শী বিবরণ দিলেন। এরপর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পালা। কিন্তু তিনি আমাকে বললেন, কিবরিয়া সাহেবকে মঞ্চে ডাকো। এখানে বিদেশী কূটনীতিকেরা আছেন। বিশেষ করে তাদের উদ্দেশ্যে কিবরিয়া সাহেব অল্প কথায় কিছু বলবেন। আমি অর্থমন্ত্রী কিবরিয়া সাহেবকে মঞ্চে আহ্বান করলাম। ইতোমধ্যে নূর ভাই হস্তদস্ত হয়ে মঞ্চে এসে দাঁড়ালেন আমাদের সঙ্গে। অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়া তাঁর স্বভাবসুলভ বাকভঙ্গিমায় চমৎকার ইংরেজীতে একটিও বাহুল্য শব্দ বা বাক্য ব্যবহার না করে খুবই অল্প কথায় বাংলাদেশে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত ধর্মাত্মক মৌলবাদী গোষ্ঠীর স্বাধীনতা বিরোধী এবং বাঙালি সংস্কৃতি বিরোধী ষড়যন্ত্রের বিষয়টি তুলে ধরলেন। (সেই অনুষ্ঠানে আমেরিকান রাষ্ট্রদূত মেরিঅ্যান পিটার্সকে খুবই সক্রিয় দেখেছিলাম। পরবর্তীতে জোট সরকার রাষ্ট্রক্ষমতায় এলে তিনি বাংলাদেশকে “মডারেট মুসলিম কান্ট্রি” তকমায় ভূষিত করে।) হায়, সেদিন কি আমরা কেউ ভাবতে পেরেছিলাম যে বোমা মেরে মানুষ হত্যার প্রতিবাদকারী, যৌক্তিক বিশ্লেষণকারী মিঃ কিবরিয়াকেও তারা বোমা মেরেই হত্যা করবে !!

চার

শাহ এ এম এস কিবরিয়ার মতো দেশের একজন কৃতি সন্তানকে গেনেড হামলায় হত্যার পর জোট সরকারের মন্ত্রীদের বিবৃতি পড়ে এবং বিবিসিকে তাদের কারো কারো বক্তব্য শুনে ঘৃণায়

লজ্জায় অপমানে বিবমিষা জাগে। মওদুদ, মান্নান ভুঁইয়া এবং প্রধানমন্ত্রীর ভাষ্যকার হারিছের কথায় বমনোদ্বেক হয়। জনকণ্ঠ, যুগান্তরসহ বিভিন্ন দৈনিকের ২৯ জানুয়ারি সংখ্যার ইন্টারনেট এডিসনে দেখেছি বাংলাদেশের আইনমন্ত্রী ব্যরিস্টার মওদুদ আহমদ বলছেন- ‘যারা দেশকে মৌলবাদী ও অকার্যকর রাষ্ট্র বলে তারা গ্রেনেড হামলায় জড়িত।’

প্রধামন্ত্রী খালেদা জিয়ার প্রীতিভাজন মোসাদ্দেক আলী ফালুর দৈনিক আমার দেশ থেকে মওদুদকে উদ্ধৃত করছি- ‘যারা বাংলাদেশকে দেশে বিদেশে একটি ব্যর্থ রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করতে চায়, যারা বলে বর্তমান সরকার হচ্ছে একটি মৌলবাদী ও সন্ত্রাসী সরকার, তারাই গ্রেনেড হামলার মতো জঘন্য কাজের সঙ্গে জড়িত।’ মওদুদের ভাষ্যমতে এই গ্রেডেন হামলাও (২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলার মতোই) করেছে আওয়ামী লীগ। কারণ আওয়ামী লীগ জোট সরকারকে মৌলবাদী ও সন্ত্রাসী সরকার বলে। মওদুদের এ রকম ইতর বাক্য আর কতোকাল সহ্য করতে হবে আমাদের? আওয়ামী লীগ গ্রেনেড অথবা বোমা মেরে হত্যা করতে চায় শেখ হাসিনাকে, হাসিনাসহ কেন্দ্রীয় সমস্ত নেতাকে ! আওয়ামী লীগই হত্যা করেছে আইভি রহমানকে, সেই সঙ্গে আরো একুশজনকে ! আওয়ামী লীগই হত্যা করেছে শাহ এ এম এস কিবরিয়াকে, তাঁকেসহ আরো কমপক্ষে তিনজনকে ! আওয়ামী লীগই হত্যা করেছে আহসান উল্লাহ মাস্টারকে, মঞ্জুরুল ইমামকে, মমতাজ উদ্দীনকে, অধ্যাপক ইউনুসকে, হুমায়ূন আজাদকে !

পাঁচ

মওদুদ-মান্নান-হারিছ ত্রিরত্ৰ শ্রদ্ধাপদেষু, চট্টগ্রামে ধরা পড়া ১০ ট্রাক অস্ত্রের মধ্যে পঁচিশ হাজার গ্রেনেড ছিল। বিশেষ নম্বর ও চিহ্ন সম্বলিত সেই গ্রেনেডই বিস্ফোরিত হয়েছে ২১ আগস্ট। একই গ্রেনেড ব্যবহৃত হয়েছে কিবরিয়া হত্যাকাণ্ডেও। এই পঁচিশ হাজার গ্রেনেডের সিংহভাগ এখনো বিস্ফোরিত হয়নি। এগুলো নিশ্চয়ই জাদুঘরে সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের জন্য আনা হয়নি। খোদা না করুন, আগামীতে, ত্রিরত্ৰ, আপনারা যখন ক্ষমতায় থাকবেন না তখনও হয়তো এরকম গ্রেনেড হামলা হবে। (মৌলবাদীরা এখন আপনাদের চুমু খেলেও ভবিষ্যতে সময় মতো আপনারাও ওদের হাতে নিকেশ হয়ে যাবেন।) গ্রেনেড হামলায় আপনারা আহত হবেন। মিঃ কিবরিয়ার মতো তখন গ্রেনেডের স্প্রিন্টারে আপনাদের নাড়িভূড়িও ছিন্ন ভিন্ন হবে। ফুসফুস বিদীর্ণ হবে, হৃদপিণ্ড ফুটো হয়ে যাবে। বাঁঝাড়া হয়ে যাবে উরু-হাঁটু-পা। গাল ভেদ করে স্প্রিন্টার ঢুকে পড়বে মস্তিস্কেও। ফলে রক্তপাত হবে কান দিয়ে। আপনাদের হাসপাতালে নিতে ছুটে আসবে এ্যাম্বুলেন্স কিন্তু তাতে তেল থাকবে না। হেলিকপ্টার থাকলেও চালক খুঁজে পাওয়া যাবে না। লোকাল হাসপাতালে নেয়া হলেও ওখানে কোনো চিকিৎসা পাবেন না। এমন কি একটি স্যালাইনও দেবেন না ডাক্তার। তখন আপনাদের পাঠানো হবে বড় কোনো হাসপাতালে। সেই হাসপাতালে পৌঁছতে পৌঁছতে অবিরাম রক্তক্ষরনজনিত কারণে ক্রমশঃ নিস্তেজ হতে হতে পথেই আপনারা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বেন। তখন কোনো এক মন্ত্রী খুব স্বাভাবিক টোনে বলবেন, ‘আল্লাহর মাল আল্লায় নিয়ে গেছে। তখন ক্যাসিও টোনে কোনো এক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলবেন, ‘উই আর লুকিং ফর শত্রু।’ কোনো এক মন্ত্রী বলবেন, আপনারা দলীয় কোন্ডলে মারা পড়েছেন। আপনাদের দলের পক্ষ থেকেই আপনাদের ওপর গ্রেনেড ছোঁড়া হয়েছে। আপনাদের শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজন হত্যাকারীদের গ্রেফতার ও শাস্তি দাবী করলে

ভয়াবহ আঞ্চলিক টোনে হাসি হাসি মুখে কোনো এক মন্ত্রী বলবেন, ‘তারা এখন আবেগ তাড়িত হয়ে অনেক কথাই বলতেছে। ঘটনা সইত্য না। পরমান না পাওয়া পরযন্ত কিছই বলা যাবে না।’

ছয়

ঢাকায় ব্রিটিশ হাই কমিশনার বাঙালি আনোয়ার চৌধুরীকেও ওরা বোমা মেরে হত্যা করতে চেয়েছে। অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছেন তিনি। আমেরিকান রাষ্ট্রদূত হ্যারি টমাস সাহেব, আপনিও কি নিরাপদ? বাংলা ভাইর বিরুদ্ধে আপনার এবং আপনাদের সরকারে জেহাদী মনোভাব সেই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার নির্দেশ সত্বেও বাংলা ভাইর কোনো হদিস না পাওয়ার ঘটনায় উদ্ভিগ্ন না হয়ে পারা যায় না। মৌলবাদীরা বাংলাদেশকে একটি তালেবানী রাষ্ট্র বানাতে চায়। আফগানিস্তানে কারা তালেবান প্রতিষ্ঠা করেছিল আমরা জানি। কারা তালেবানদের উৎখাত করতে আফগানিস্তানে ঘাঁটি গেড়েছিল তাও কারো অজানা নয়। ইরাকে সাদ্দামের রেজিম প্রতিষ্ঠা এবং সেই রেজিম উৎখাতের জন্য কারা সেখানে ঘাঁটি গেড়ে বসেছেন তাও কারো অজানা নয়। মিঃ হ্যারি টমাস, কোনো কোনো মৌলবাদী গোষ্ঠী বাংলাদেশে আপনাকেও হুমকি দিচ্ছে ফ্যাক্স-ইমেইল আর বিবৃতির মাধ্যমে। এই অবস্থায় বাংলাদেশে আপনিও নিরাপদ নন। এখন আপনার নিরাপত্তা বিধানের জন্যে কি এফবিআইকে বাংলাদেশে পাহারা বসাবেন?

ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়। আফগানিস্তান আর ইরাকের ঘটনাবলী দেখে আমাদের অবস্থাও এখন অনেকটা সেরকম।

আরো পড়ুন (মুক্ত-মনায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী):

- মৃদুভাষনের সময় শেষ হয়ে গেছে : মুক্তাসীর মামুন_
- বাংলাদেশ কি জঙ্গী মৌলবাদী রাষ্ট্র? গোলাম মোর্তজা_
- কোন দেশপ্রেমিককে বাঁচতে দেওয়া হবে না : আবেদ খান_
- এই দেশ এই জনপদ : নন্দিনী হোসেন_
- দুঃস্বপ্নের দ্বিতীয় প্রহর : অভিজিৎ রায়_
- বাজার অর্থনীতি ও দারিদ্র বিমোচন : শাহ এ এম এস কিবরিয়ার শেষ লেখা_

Visit: www.mukto-mona.com